নারী ভোটেই নির্ধারণ হতে পারে জয়-পরাজয়

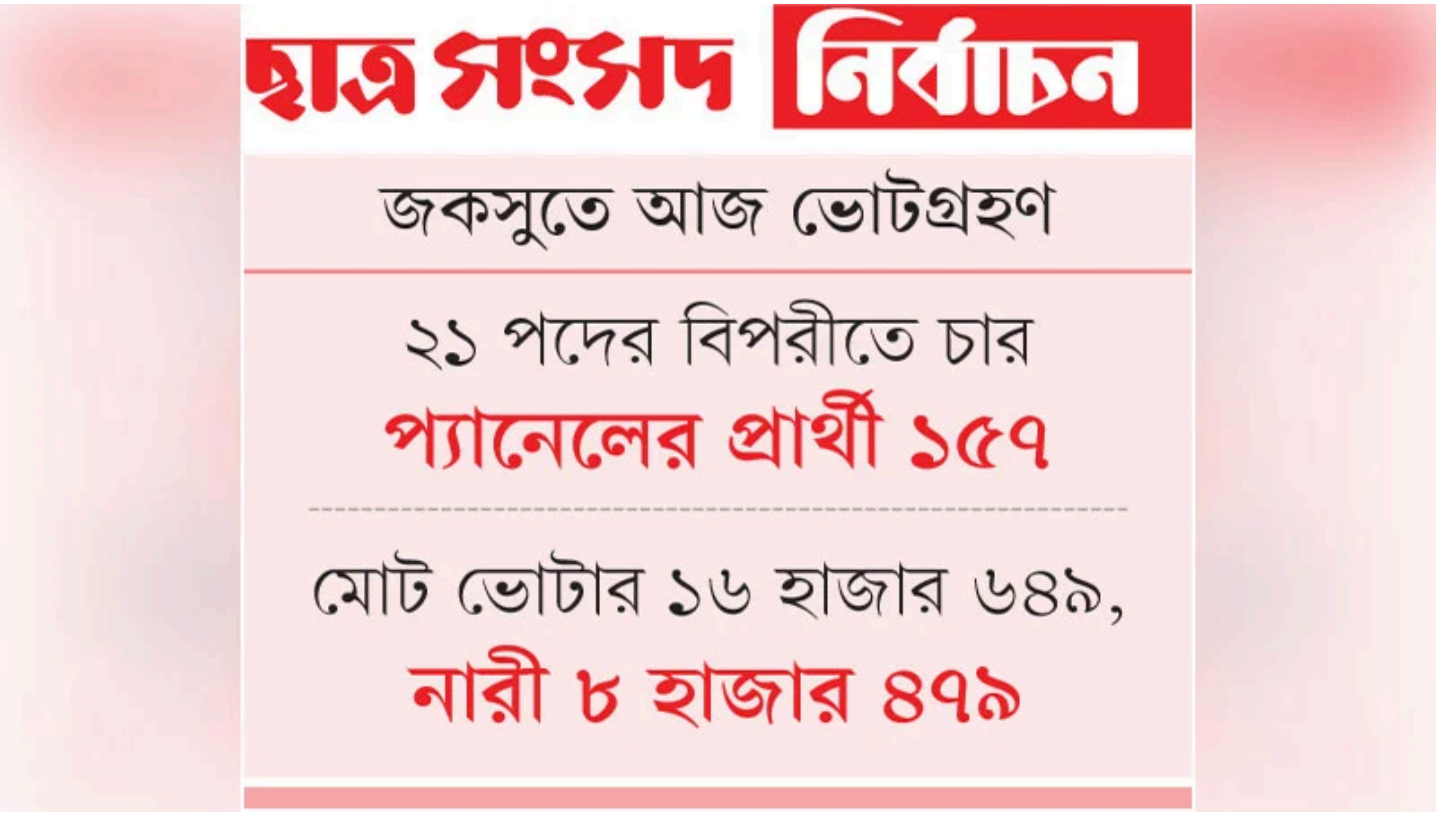

লতিফুল ইসলাম ও ইমরান হুসাইন

প্রকাশ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ | ০৮:০৫

| প্রিন্ট সংস্করণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আজ প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটার উপস্থিতি; সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসজুড়ে রয়েছে নানা আলোচনা। তবে সব হিসাবনিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে নারী ভোটার। তাদের ভোটই শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ধারণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ভোট গণনা করা হবে ৬টি মেশিনে। এবারের জকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১৬ হাজার ৬৪৯ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ এবং পুরুষ

ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। অর্থাৎ মোট ভোটারের অর্ধেকের বেশি নারী। সংখ্যাগত এই আধিপত্যই নারী ভোটকে এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষার্থীদের মতে, যে প্যানেল নারী ভোটারদের আস্থা অর্জনে এগিয়ে থাকবে, ফল তাদের পক্ষেই ঝুঁকবে। ক্যাম্পাস রাজনীতিতে সাধারণত পুরুষ ভোটারদের সরব উপস্থিতি বেশি চোখে পড়লেও এবারের নির্বাচনে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান অনেক বেশি দৃশ্যমান। আবাসন সংকট, ক্যাম্পাস ও হলের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পরিবহন সুবিধা, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ– এসব ইস্যু নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলবে। একাধিক নারী শিক্ষার্থী জানান, তারা দলীয় পরিচয়ের চেয়ে বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।
এ বিষয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আদিবা নাওমি বলেন, ‘আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি নিরাপত্তা ও আবাসনের বিষয়। যে প্যানেল এগুলো বাস্তবে সমাধান করতে পারবে বলে মনে হবে, ভোট সেদিকেই যাবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জান্নাতুল মাওয়া লিসা বলেন, ‘একটি ভোট নির্ধারণ করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ। তাই আমানত হিসেবে ভোট তাদেরই দিতে চাই, যারা আমানত রক্ষা করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যা সমাধানে যারা পূর্বে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে কাজ করবে, তাদেরই ভোট দেব।’
জকসুতে ২১টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ১৫৭ জন প্রার্থী। অন্যদিকে হল সংসদের ১৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩৩ জন। মোট ৩৯টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। এসব কেন্দ্রে রয়েছে ১৭৮টি ভোটকক্ষ। নির্বাচনে লড়াই করছে চারটি প্যানেল– ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’, ছাত্রশক্তি সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সমর্থিত ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ এবং শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।

অন্যদিকে হল সংসদে ৩টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সমর্থিত ‘রোকেয়া পর্ষদ’, শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ এবং ছাত্রদল সমর্থিত ‘অপরাজিতার অগ্রযাত্রা’। শেষ মুহূর্তে প্রতিটি প্যানেলই নারী শিক্ষার্থীদের ভোট

নিজেদের পক্ষে টানতে প্রচারণায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

এদিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনার পুরো প্রক্রিয়া লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা। ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ ও আনসার সদস্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তাজাম্মুল হক জানান, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি। একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি।